তারিখ 24 MAR 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

গাংনীতে প্রাথমিক শিক্ষা ও হিসাবরক্ষণ অফিসারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

■ গাংনী (মেহেরপুর) সংবাদদাতা

মেহেরপুরের গাংনীর সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, ফিক্সেশন, এরিয়ার বিল তৈরি এবং হিসাবরক্ষণ অফিসের অনুমোদন পেতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও হিসাবরক্ষণ অফিসারের কার্যালয়ে উৎকোচসহ ধর্না দিতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষক সমিতির নেতাদের যোগসাজসে শিক্ষা অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান ও হিসাবরক্ষণ অফিসার আবুল কাশেম এই অর্থ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা যায়।

অভিযোগ সূত্রে আরো জানা গেছে, মাত্র আড়াই বছর আগে সরকার ঘোষিত নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে অবৈধভাবে ২টি ইনক্রিমেন্ট লাভ করেছেন। অভিযোগকারীদের হিসাব মতে, এখানে ৪০ লাখেরও বেশি টাকার বাণিজ্য করা হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষকদের অভিযোগ, গাংনী উপজেলার ৬টি নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ২০০০ সালের পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেও উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাক ডেটে স্কুল প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রধান শিক্ষকের পদ দেখিয়ে ফিক্সেশন করেছে। গাংনী উপজেলায় নব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৬০টি বিদ্যালয় রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, ফিক্সেশন ও এরিয়ার বিল তৈরি এবং হিসাবরক্ষণ অফিসের অনুমোদন প্রাপ্তির লক্ষ্যে শিক্ষক প্রতিনিধিরা একরকম জোরপূর্বক বাধ্য করেই জনপ্রতি ২০ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা আদায় করেছে।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার আহসান হাবীব জানান, আমি নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, এ অভিযোগ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার আবুল কাশেম এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, শিক্ষা অফিসার বা শিক্ষক প্রতিনিধিরা হিসাবরক্ষণ অফিসের কাউকে ঘুষ দিয়ে এসব করিয়েছে কিনা আমার জানা নেই। আমি অফিসের নিয়মানুযায়ী বিলপত্র পাস করে থাকি।